আচাল @রামস্বরূপ এবং অন্য
বনাম

রাজস্থানের রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২১৮)

সেপ্টেম্বর ২৪,২০১৮

[বিচারপতিগণ আভায় মনোহার সেপ্রে এবং উদয় উমেশ ললিত]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ১৬৭(২) – নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া – হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকার – আপিলকারী-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রথম তথ্য বিবরণী (এফআইআর) নথিভুক্ত – আপিলকারীদের গ্রেফতার এবং পুলিশি বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে প্রেরণ – অভিযোগকারী কর্তৃক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের প্রার্থনায় আবেদন পেশ – উচ্চ আদালত ০৩.০৭.১৮ তারিখে আদেশ প্রদান করেন এবং অন্যান্য নির্দেশের মধ্যে তদন্তের দায়িত্ব অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (এএসপি) নিচে নন এমন একজন গেজেটেড পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রদানের নির্দেশ দেন – ০৫.০৭.১৮ তারিখে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নিচের পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগপত্র দাখিল করেন – ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথভাবে আদেশ পালনের জন্য অভিযোগপত্রটি পুলিশের কাছে ফেরত পাঠান – ৯০ দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরপরই আপিলকারীরা ১৬৭(২) ধারার অধীনে জামিনের আবেদন দাখিল করেন – আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয় – রায়: ১৬৭(২) ধারার শর্তানুসারে, তদন্তের পর্যায়টি ক্ষেত্রবিশেষে ৯০ বা ৬০ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত – নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তদন্তকারী সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অভিযুক্তের অনুকূলে জামিনে মুক্তি পাওয়ার একটি অলঙ্ঘনীয় অধিকার তৈরি হয় – যেহেতু আপিলকারীরা ০৮.০৪.১৮ তারিখ থেকে হেফাজতে ছিলেন, তাই ১৬৭(২) ধারার শর্ত অনুযায়ী ০৭.০৭.১৮ তারিখের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হতো – তবে বর্তমান মামলায়, নির্ধারিত ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তদন্তের কোনো নথিপত্র ছিল না – ফলে আপিলকারীরা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন – ১৬৭(২) ধারার অধীনে আপিলকারীরা জামিন পাওয়ার অধিকারী।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ১৬৭(২) – এর অধীনে তদন্তের সময়সীমা – উচ্চ আদালত কি এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারেন – রায়: এই বিধির বিধানসমূহ কাউকে তদন্ত শেষ করার নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা দেয় না এবং এটি এই ধরণের কোনো পরিস্থিতিকেও স্বীকার করে না।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলেঃ ১.১ ধারা ১৬৭ (২), ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্তের পক্ষে একটি অদম্য অধিকার অর্জিত হয় যাতে অভিযুক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করার সময় তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা ডিফল্ট হওয়ার কারণে জামিনে মুক্তি পায় এবং অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী হয়, যদি সে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী জামিন দিতে প্রস্তুত থাকে। [আনুচ্ছেদ ১১] [৩৩৪-ই-এফ]

১.২ বিধিমালার ১৬৭ ধারা কার্যকর করার পেছনের চিঠি এবং উদ্দেশ্য নির্দেশ করে যে তদন্তটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা উচিত। আদর্শভাবে, আইনের বিধান অনুসারে তদন্তটি প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শেষ করা উচিত। আরও ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যদি "৫৭ ধারা দ্বারা নির্ধারিত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করা যায় না বলে মনে হয়" তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে মামলা সম্পর্কিত ডায়েরিতে এন্ট্রিগুলি প্রেরণ করতে হবে এবং একই সাথে অভিযুক্তকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করতে হবে। তারপরে, অভিযুক্তকে হেফাজতে পাঠানো হবে কি না তা বিবেচনা করা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব। উপ-ধারা (২) এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে এবং এই শর্তে বলা হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট মোট ৯০ বা ৬০ দিনের বেশি সময়ের জন্য অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখার অনুমোদন দিতে পারবেন না। আরও বলা হয়েছে যে, ৯০ ও ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে, যদি তিনি জামিনের জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং জামিন জমা দেন। [আনুচ্ছেদ ১৬] [৩৩৯-ডী-জি]

১.৩. এই বিধানের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে; তদন্ত সম্পর্কিত উপাদানের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থানে থাকতে হবে। সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে তদন্তের পর্যায়টি ৯০ বা ৬০ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, এবং তারপরে অভিযুক্তের হেফাজত সম্পর্কিত বিষয়টি তদন্তের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকাবিলা করা উচিত। স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয় এবং বিষয়গুলি এবং অভিযোগের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখা উচিত কিনা তা পুলিশকে নয়, ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তির আরও হেফাজত নিছক সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয় যে সে একটি করেছে

অপরাধ বা সেই বিষয়ের জন্য, মুলতুবি তদন্তের সুবিধার্থে। ৯০ দিনের মতো বর্তমান মামলায়, অভিযুক্তকে যোগ্যতার ভিত্তিতে আরও হেফাজতে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য কোডের ১৭৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কাগজপত্র বা চার্জশিট ছিল না। যদিও ধারা ১৭৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিটটি ০৫.০৭.২০১৮-এ দায়ের করা হয়েছিল, তবে এই ধরনের ফাইলিং হাইকোর্টের দ্বারা ০৩.০৭.২০১৮-এ পাস করা আদেশের শর্তাবলীর মধ্যে ছিল না, তদন্ত আধিকারিকের কাছে কাগজপত্রগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টির বাস্তবতা হল যে, আইনের ১৬৭ ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়ের ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তদন্তের কোনও কাগজপত্র ছিল না। তাই অভিযুক্তদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাদের হেফাজতের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হয়েছিল এবং তাদের কেবল হেফাজতে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই আবেদনকারীর আগাম জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৭,১৮] [৩৩৯-জি-এইচ; ৩৪০-বি-সি, ই-এফ]

১.৪ কোডের বিধানগুলি কাউকে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা দেয় না বা এই জাতীয় কোনও ঘটনা স্বীকার করে না। সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৫ এবং মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৯-এর মতো আইন রয়েছে যা স্পষ্টভাবে সময়সীমা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করে এবং সেই আইনগুলি ১৬৭ ধারা সহ কোডের বিধানগুলিকে সংশোধন করেছে। আদালতকে মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদানকারী অনুরূপ কোনও বিধানের অভাবে কোনও আদালত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সময়সীমা বাড়াতে পারে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট তার ০৩.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশে যা নথিভুক্ত করেছিল, তা হল গেজেটেড পুলিশ অফিসার দ্বারা দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করা হবে। আদেশটি ইঙ্গিত করে না যে, হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছিল যে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়ার রেকর্ডিং কেবল মেয়াদ বাড়ানোর আদেশ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং, রাজ্য এবং অভিযোগকারী কর্তৃক সেই পক্ষে জমা দেওয়া আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়। অভিযুক্তরা জামিনের সুবিধার্থে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং উপযুক্ত আবেদন দায়ের করে,

তাদের পক্ষে একটি অদম্য অধিকার অর্জিত হয়েছিল। আপিলকারীরা বিচার আদালত উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে এমন শর্তে কোডের ধারা ১৬৭ (২) এর পরিপ্রেক্ষিতে জামিনে ভর্তি হওয়ার অধিকারী। তবে, এটি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারকে নিষিদ্ধ বা অন্যথায় বাধা দেবে না এবং গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারের পরে অভিযুক্তরা নিয়মিত জামিন মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে যা আবেদনটি তার নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে। [অনুচ্ছেদ ১৮-২০ [৩৪০-এফ-এইচ; ৩৪১-এ-সি, এফ-এইচ; ৩৪২-এ]

উদয় মোহনলাল আচার্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০১) ৫ এস সি সি ৪৫৩: [২০০১] ২ এস সি আর ৮৭৮; রাকেশ কুমার পল বনাম অসম রাজ্য (২০১৭) ১৫ এস সি সি ৬৭-এর উপর নির্ভরশীল। হিতেন্দ্র বিষ্ণু ঠাকুর ও অন্যান্য বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য (১৯৯৪) ৪ এস. সি. সি. ৬০২: [১৯৯৪] ১ সাপ্লিমেন্ট। এস. সি. আর. ৩৬০; সঞ্জয় দত্ত বনাম রাজ্য, সি. বি. আই., বোম্বে (২য়) (এ. ৯৯৪) ৫ এস. সি. সি. ৪১০: [১৯৯৪] ৩ সাপ্লিমেন্ট। এস. সি. আর. আই. ২৬৩; বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চাই বনাম গুজরাট রাজ্য (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি. ৭১৮: [১৯৯৬। ১ এস. সি. আর. ১৯৩; রাজ্য <আই. ডি. ১> বনাম দীনেশ ডালমিয়া (২০০৭) ৫ এস. সি. সি. ৭৭৩: [২০০৭] ৫ এস. সি. আর. ৫৬১৩; সঞ্জয় কুমার কেডিয়া বনাম গোয়েন্দা কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো এবং অন্য (২০০৯) ১৭ এস. সি. সি. ৬৩১: [২০১০] ১ এস. সি. আর. ৫৫৫; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া নির্বলা যাদব (২০১৪): ১৪৮৭ এস. সি. সি. [২০১৪] রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) (২০১৮) ৪ এসসিসি ৪০৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০০১] ২ এস. সি. আর. ৮৭৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৯৪] ১ সাপ্লি. এস. সি. আর. ৩৬০	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৯৪] ৩ সাপ্লি. এস. সি. আর. ২৬৩	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১০
১৯৯৬] ১ এস. সি. আর. ১৯৩	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৭] ৫ এস. সি. আর. ৫৬১	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১০] ১ এস. সি. আর. ৫৫৫	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৪] ৬ এস. সি. আর. ১৪৮	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১৮) ৪ এস. সি. সি. ৪০৫	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১৭) ১৫ এস. সি. সি. ৬৭	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৪

ফৌজদারি আপিলের বিচার বিভাগঃ ২০১৮ সালের ১২১৮ নং ফৌজদারি আপিল।

এস. বি.-তে জয়পুরের রাজস্থান বেঞ্চের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৩.০৭.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে ২০১৮ সালের ৯০৩৫ নং ফৌজদারি বিবিধ জামিন।

সিদ্ধার্থ দাভে, ঋষি মাতোলিয়া, শ্রীমতি সুমতি শর্মা, মহাবীর জাট, এইচ. ডি. থানভি, পুরুষোত্তম লাল গোয়েল, মিলিন্দ কুমার, এম. সি. ধিংরা, গৌরব ধিংরা, পীযূষ কান্ত রায়, বিক্রান্ত যাদব, উপস্থিত দলগুলির পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

বিচারপতি উদয় উমেশ লালিত, ১. অনুমতি মঞ্জুর

২. এই আপিলটি ২০১৮ সালের এস. বি. সি. আর. এম. বি ৯০৩৫-এ জয়পুরের রাজস্থান বেঞ্চের জন্য হাইকোর্টের বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ২৩.০৭.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশের সঠিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

৩. ১৮ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩,৩৪১,৩২৩,৪৫২,৩৩৬,৩০২ এবং ধারা ১৪৯-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ২০১৮ সালের ১৬ নম্বর এফআইআর ২৪.০৩.২০১৮-এ জেলা বাহারওয়ান্ডা কালান থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের অভিযুক্ত নম্বর! এবং উক্ত অপরাধে ২ হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ০৮.০৪.২০১৮-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের সময়ে সময়ে পুলিশ/ম্যাজিস্ট্রেট হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল।

৪. পরে, এই বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আবেদনকারী দ্বারা ২০১৮ সালের ফৌজদারি বিবিধ পিটিশন No.৩৫১৭ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ০৩.০৭.২০১৮-এর উপর হাইকোর্টের দ্বারা একটি আদেশ পাস করা হয়েছিল। উক্ত আদেশে পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়া নথিভুক্ত করা হয়েছেঃ

> "রাজ্যের বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, আবেদনকারীর আশঙ্কা দূর করার জন্য, শুরুতে বলেছেন যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন গেজেটেড পুলিশ অফিসার দ্বারা কেবল সুষ্ঠু তদন্তই পরিচালিত হবে না, বরং তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা এই আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকের মতামত সহ তদন্তের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আদালতে জমা দিতে হবে।"

পিটিশনটি রেকর্ড করা জমা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

৫. যেহেতু আবেদনকারীরা ০৮.০৪.২০১৮ থেকে হেফাজতে ছিলেন, তাই ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষিপ্ত কোড) ১৬৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তটি ০৭.০৭.২০১৮ দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়েছিল। ০৫.০৭.২০১৮-এ কোডের ১৭৩ ধারার অধীনে একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুলিশ দায়ের করেছিল। যেহেতু এই প্রতিবেদনটি একজন এএসপি-র চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার দায়ের করেছিলেন এবং এইভাবে ০৩.০৭.২০১৮-এ হাইকোর্টের আদেশের বিপরীতে ছিল, তাই অভিযোগকারী পূর্বোক্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি ০৩.০৭.২০১৮-এ রেখে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আদেশের বিষয়বস্তু নোট করে যথাযথ সম্মতির জন্য ০৩.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ চার্জশিটটি পুলিশকে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ ০৭.০৭.২০১৮ তারিখে কোডের ১৭৩ ধারার অধীনে কোনও প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রেকর্ড করা ছিল না।

৬. ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপিলকারীরা আইনের ১৬৭ (২) ধারার অধীনে জামিনের আবেদন করেন।

৭. বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, খান্ডার, জেলা. সাওয়াই মাধোপুর তার তারিখের ০৯.০৭.২০১৮-এর আদেশে কোডের ধারা ১৬৭ (২)-এর অধীনে সুবিধার জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যেহেতু ০৫.০৭.২০১৮-এ দায়ের করা চার্জশিটটি হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তাই প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে চার্জশিটটি ফেরত দেওয়া হয়েছিল। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে উচ্চ আদালত দ্বারা পাস করা ০৩.০৭.২০১৮-এর আদেশের প্রভাব ছিল সেই সময়ের সম্প্রসারণ যার মধ্যে তদন্ত ইউ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৮. ২০১৮ সালের এসবি সিআরএল. বিবিধ জামিন No.৯০৩৫ দাখিল করে উপরোক্ত প্রত্যাখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং হাইকোর্ট ২৩.০৭.২০১৮-এ উল্লিখিত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে যা নিম্নরূপঃ

> "ধারা ১৬৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে জামিন মঞ্জুরের জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি, কারণ হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ফৌজদারি বিবিধ (পিটিশন) নং ৩৫১৭-এ সময় বাড়িয়েছে এবং তদন্তকারী আধিকারিককে চার্জশিট দাখিল করার জন্য দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। এটিও লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে তদন্তকারী আধিকারিক ৯০ দিনের আগে সংশ্লিষ্ট আদালতে চার্জশিট পেশ করেছিলেন কিন্তু হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।"

৯. হাইকোর্টের আদেশ বর্তমানে আপিলের অধীনে রয়েছে। আমরা শুনেছি আপিলকারীদের আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ দাভে, রাজ্যের আইনজীবী শ্রী মিলিন্দ কুমার এবং শ্রী এম. সি. ধিংরা,

অভিযোগকারীর পক্ষে । এটি শ্রীমান ডেভ,/বিদ্বান উকিল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছিল যে ০৫.০৭.২০১৮-এর উপর কোডের ১৭৩ ধারার অধীনে দায়ের করা প্রতিবেদনটি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা হাইকোর্টের আদেশের যথাযথ সম্মতির জন্য ফেরত দেওয়া হয়েছে, ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, আদালতের বিবেচনার জন্য কোনও চার্জশিট ছিল না। তিনি আরও বলেছিলেন যে কোডটি তদন্ত শেষ করার সময়কালের কোনও সম্প্রসারণ বিবেচনা করে না এবং এইভাবে হাইকোর্টের আদেশের তারিখ ০৩.০৭.২০১৮ তদন্তের জন্য সময়সীমা বাড়ানোর কথা কখনও বোঝা যায় না। তাঁর জমা দেওয়ার সময়, আবেদনকারীরা জামিনের সুবিধার জন্য ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং যথাযথ আবেদন পছন্দ করে, এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তারা জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং অভিযোগকারী জমা দিয়েছিলেন যে তদন্ত শেষ হয়েছে এবং উপযুক্ত চার্জশিট ০৫.০৭.২০১৮-এ দায়ের করা হয়েছে এবং ০৩.০৭.২০১৮ তারিখের আদেশ মেনে কাগজপত্র ফেরত দেওয়ার বিষয়টি এই বিষয়ে আরও তদন্তের পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

১০. হেফাজতে থাকা কোনও অভিযুক্তের অধিকার সম্পর্কে আইন যা তদন্ত মুলতুবি রয়েছে এবং যেখানে কোডের ধারা ১৬৭ (২) এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ হয় না, উদয় মোহনলাল আচার্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। এই মামলাটি হিতেন্দ্র বিষ্ণু ঠাকুর এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তকে বিবেচনায় নিয়েছিল, সঞ্জয় দত্ত এন. সি. বি. ১, বোম্বে (১১) এর মাধ্যমে রাজ্য? এবং বিপিন শান্তিলাল পাঞ্চাই ওয়াই. গুজরাট রাজ্য। বিচারপতি পট্টনায়েক (তখন প্রধান বিচারপতি হিসাবে) তাঁর রায়ের ১৩ নং অনুচ্ছেদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। বর্তমান উদ্দেশ্যে, আমরা নিম্নরূপ ৩ ও ৪ নং সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিঃ-

"……

> "৩. ৯০ দিন বা ৬০ দিনের উক্ত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করার সময় তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা ডিফল্ট হওয়ার কারণে জামিনে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভিযুক্তের পক্ষে একটি অদম্য অধিকার অর্জিত হয় এবং অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী হয়, যদি সে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী জামিনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

১ (২০০১) ৫ এস সি সি ৪৫৩

২ (১৯৯৪) ৪ এস সি সি ৬০২

৩ (১৯৯৪) ৫ এস সি সি ৪১০

৪ (১৯৯৬) ১ এস সি সি ৭১৮

৪. যখন কোনও অভিযুক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করার সময় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যর্থতার কারণে তার পক্ষে অর্জিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা তার অদম্য অধিকার প্রয়োগের জন্য জামিনের আবেদন দায়ের করে, তখন ম্যাজিস্ট্রেট/আদালতকে অবশ্যই অবিলম্বে তা নিষ্পত্তি করতে হবে, এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যে প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্ত ৯০ দিন বা ৬০ দিনের জন্য হেফাজতে রয়েছে, যেমন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা কোনও চার্জশিট দাখিল করা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট/আদালতের পক্ষ থেকে এই ধরনের দ্রুত পদক্ষেপ প্রসিকিউশনকে আইনের উদ্দেশ্য এবং তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে কোনও অভিযুক্তের জামিনে মুক্তি পাওয়ার আইনী আদেশকে হতাশ করতে সক্ষম করবে না।

.....”

১১. উদয় মোহনলাল আচার্য (উপরে) -এ বর্ণিত নীতিগুলি এই আদালত ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছে যথা রাজ্য বনাম দীনেশ ডালমিয়া ', সঞ্জয় কুমার কেডিয়া বনাম গোয়েন্দা কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো এবং অন্য একটি ®; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম নিরালা যাদব' এবং রণবীর শোকিন এন. এন. রাজ্য (এনসিটি অফ দিল্লি) ®-তে। অতএব এটি অবশ্যই ভালভাবে নিষ্পত্তি করা উচিত যে উদয় মোহনলাল আচার্য (উপরে)-তে রেকর্ড করা ৩ টিএম উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে, পি নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করার সময় তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা খেলাপি হওয়ার কারণে জামিনে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভিযুক্তের পক্ষে একটি অদম্য অধিকার অর্জিত হয় এবং অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী, যদি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী জামিনে প্রস্তুত হন।

১২. তবে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয় ১ বর্তমান বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন মাত্রার। এখানে তদন্ত শেষ হয়েছিল এবং ১৭৩ ধারার অধীনে চালান ০৫.০৭.২০১৮-এ দায়ের করা হয়েছিল। তবে, এর মাত্র দু 'দিন আগে, হাইকোর্টের একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল যে পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়া রেকর্ডিং যে এই বিষয়ে তদন্ত একজন গেজেটেড পুলিশ অফিসার দ্বারা পরিচালিত হবে। যে তদন্তটি ০৫.০৭.২০১৮-এ প্রতিবেদন দাখিল করার দিকে পরিচালিত করেছিল, তা হাইকোর্টের কাছে দেওয়া বিবৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এই কারণেই

৫ (২০০৭) ৫ এস সি সি ৭৭৩

৬ (২০০৯) ১৭ এস সি সি ৬৩১

৭ (২০১৪) ৯এস সি সি ৪৫৭

৮ (২০১৮) ৪ এস সি সি ৪০৫

কাগজপত্র ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত ৯০ দিনের আগে/শেষ হওয়ার আগে ঘটেছিল। এটি কি বলা যেতে পারে যে তদন্তটি কোডের ধারা ১৬৭ (২) এর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল যাতে অভিযুক্তদের উক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধা অস্বীকার করা যায়। উপরন্তু আরেকটি বিষয় যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল হাইকোর্টের আদেশটি এমন একটি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যার অধীনে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল।

১৩. আমরা এই পর্যায়ে কোডের ধারা ১৬৭ (১) এবং (২) এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বের করতে পারিঃ

> "১৬৭. (১) যখনই কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হেফাজতে আটক করা হয় এবং ৫৭ ধারা দ্বারা নির্ধারিত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করা যায় না বলে মনে হয় এবং অভিযোগ বা তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করার ভিত্তি থাকে, তখন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত করা পুলিশ কর্মকর্তা, যদি সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে না হন, তাহলে অবিলম্বে নিকটতম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডায়েরিতে নথিগুলির একটি অনুলিপি প্রেরণ করবেন এবং একই সময়ে অভিযুক্তকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন।
>
> (২) যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে প্রেরণ করা হয়, তাঁর মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক, তিনি সময়ে সময়ে অভিযুক্তকে এমন হেফাজতে রাখার অনুমোদন দিতে পারেন যা ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ মনে করেন, এবং যদি মামলাটি বিচার করার বা বিচারের জন্য এটি করার কোনও এখতিয়ার তাঁর না থাকে এবং আরও আটককে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তবে তিনি অভিযুক্তকে সেই এখতিয়ার সম্পন্ন কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর আদেশ দিতে পারেনঃ
>
> তবে শর্ত থাকে যে, (ক) ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, তা করার জন্য পর্যাপ্ত অপরাধ রয়েছে, তা হলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পনেরো দিনের বেশি সময়ের জন্য পুলিশের হেফাজতে রাখার অনুমোদন দিতে পারেন, কিন্তু কোনও ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের অধীনে সর্বোচ্চ সময়ের জন্য হেফাজতে রাখার অনুমোদন দেবেন না-(i) নব্বই দিন, যেখানে তদন্ত মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ন্যূনতম দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত; (ii) ষাট দিন, যেখানে তদন্ত কোনও অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অন্যান্য অপরাধ এবং, উক্ত নব্বই দিন বা ষাট দিন, যা প্রযোজ্য হয়, সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি জামিন নিতে প্রস্তুত থাকেন এবং জামিননামা দাখিল করেন, তবে তাঁকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হবে এবং এই উপ-ধারার অধীনে জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্ত অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ত্রিংশপ্ততি (৩৩) অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে; (খ) কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে কোনো ব্যক্তিকে হেফাজতে আটক রাখার অনুমতি দেবেন না যতক্ষণ না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর সামনে হাজির করা হয়; (গ) দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁকে উচ্চ আদালত এই বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদান করেননি, তিনি পুলিশি হেফাজতে আটক রাখার অনুমতি দেবেন না।

১৪. যে ঐতিহাসিক পটভূমি কোডের ১৬৭ ধারা কার্যকর করার দিকে পরিচালিত করেছিল, যা বর্তমানে রয়েছে, তা বিচারপতি মদন বি লোকুর, রাকেশ কুমার পল বনাম অসম রাজ্য মামলায় তাঁর রায়ের ১১ থেকে ১৫ অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। ভারতের আইন কমিশনের প্রতিবেদন থেকে ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদের উদ্‌ধৃত অংশ, তার ৪১ 'প্রতিবেদন, আইন কমিশনের প্রস্তাবিত বিধান এবং কোড প্রবর্তনের সময় ০৭.১১.১৯৭০ তারিখের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি। ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদ এখানে উদ্‌ধৃত করা হয়েছেঃ-

> "১১. দুর্ভাগ্যবশত, যখনই সুযোগ আসে তখনই সমস্ত আইনের অপব্যবহার হয়, এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ধারা ১৬৭ কোনও ব্যতিক্রম ছিল না।
>
> যেহেতু ১৫ দিনের সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করতে ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল, তাই রাষ্ট্রপক্ষ প্রায়শই ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩৪৪ ধারার বিধানগুলির আশ্রয় নিয়েছিল এবং অভিযুক্তদের হেফাজতে রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করেছিল। ভারতের আইন কমিশন তার ৪১ তম প্রতিবেদনে (বেশ কয়েকটি পূর্ববর্তী প্রতিবেদন যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করার পরে) এটি উল্লেখ করেছে এবং তদন্ত শেষ করার সময়সীমা ৬০ দিনে বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে, স্বীকার করেঃ

"১৪.১৯... "এই জাতীয় সময়সীমা বৃদ্ধি প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নিয়মিত রুটিন বা সাধারণ নিয়মে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে; তবে আমরা বিশ্বাস করি যে উচ্চতর আদালতসমূহের যথাযথ তত্ত্বাবধান তা প্রতিরোধ করবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ভারতের আইন কমিশন এবং তার প্রস্তাব দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপঃ

৯ (২০১৭) ১৫ এস. সি. সি ৬৭

"১৪.১৯. ধারা ১৬৭।-ধারা ১৬৭ রিমান্ডের ব্যবস্থা করে।গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখার মোট সময়সীমা-পুলিশ বা বিচার বিভাগীয়-হল ১৫ দিন। ধারণাটি হল যে তদন্ত অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে, এবং ততদিনে ১৭৩ ধারার অধীনে আদালতে পাঠানো চূড়ান্ত প্রতিবেদন। বাস্তবে, এটি প্রায়শই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায়শই, একটি জটিল তদন্ত ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় না, এবং যদি অপরাধ গুরুতর হয়, তবে পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখার জন্য জোর দেয়। তাই সন্দেহজনক বৈধতার একটি অনুশীলন আইনিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি প্রাথমিক বা "অসম্পূর্ণ" প্রতিবেদন দাখিল করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ৩৪৪ ধারার অধীনে কাজ করার উদ্দেশ্যে কার্যধারা স্থগিত করে এবং অভিযুক্তকে হেফাজতে পাঠায়। চতুর্দশ প্রতিবেদনে আইন কমিশন সন্দেহ প্রকাশ করে যে ৩৪৪ ধারার অধীনে এই ধরনের আদেশ দেওয়া যেতে পারে, কারণ সেই ধারা ১-এর উদ্দেশ্য ছিল ম্যাজিস্ট্রেট কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার পরেই কাজ করা, যা ১৭৩ ধারার অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরেই যথাযথভাবে করা যেতে পারে, এবং তদন্ত এখনও চলার সময় নয়। আমরা একই মত পোষণ করি এবং আমাদের কাছেও এটি যথাযথ বলে মনে হয় যে এই বিষয়ে আইনটি স্পষ্ট করা উচিত। ধারা ১৬৭-এর অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সময়ের বাইরে রিমান্ডের জন্য ধারা ৩৪৪-এর ব্যবহার গুরুতর অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে এই পদ্ধতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য হেফাজতে রাখা যেতে পারে, এবং তদন্তটি শিথিলভাবে চলতে পারে। অতএব, চতুর্দশ প্রতিবেদনে যেমন দেখা গেছে, এটি কাম্য যে পুলিশ হেফাজত পাওয়ার ক্ষমতার উপর কিছু সময়সীমা রাখা উচিত, যখন তদন্ত এখনও চলছে; এবং যদি ১৫ দিনের বর্তমান সময়সীমা খুব কম হয়, তবে আইনি সুরক্ষার চেতনা লঙ্ঘন করে এমন একটি অনুশীলনকে গ্রহণ করার পরিবর্তে দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করা ভাল।পূর্ববর্তী আইন কমিশনের মতো, আমরাও মনে করি যে ১৫ দিন খুব কম সময় লাগে, এবং তাই আমরা চতুর্দশ প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসরণ করার প্রস্তাব করছি যে ১৬৭ ধারার অধীনে সর্বোচ্চ সময়সীমা ৬০ দিন নির্ধারণ করা উচিত। আমরা এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন যে এই ধরনের সম্প্রসারণের ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মিত বিষয় হিসাবে সর্বোচ্চ সময়কাল নিয়মে পরিণত হতে পারে; তবে আমরা বিশ্বাস করি যে উচ্চতর আদালতের যথাযথ তদারকি এটি প্রতিরোধ করবে। আমরা সেই অনুযায়ী ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৪) সংশোধন করার প্রস্তাব করছিঃ

"১৬৭ (২) যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারার অধীনে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি মামলার বিচারের জন্য তাঁর এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক, সময়ে সময়ে অভিযুক্তকে একবারে অনধিক পনের দিন এবং সামগ্রিকভাবে ষাট দিনের জন্য আটক রাখার অনুমোদন দিতে পারেন। যদি মামলার বিচার বা বিচারের জন্য এটি করার কোনও এখতিয়ার তাঁর না থাকে এবং আরও আটককে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তবে তিনি অভিযুক্তকে সেই এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর আদেশ দিতে পারেনঃ

শর্ত থাকে যে-

(ক) কোনও ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে কোনও হেফাজতে আটক রাখার অনুমোদন দেবেন না যদি না অভিযুক্তকে তাঁর সামনে হাজির করা হয়;

(খ) উচ্চ আদালত কর্তৃক এই বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের হেফাজতে আটক রাখার অনুমোদন দেবেন না।

(৪) প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর আদেশের একটি অনুলিপি, তা করার কারণ সহ, প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন।

১২. ভারতের আইন কমিশনের সুপারিশগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারপরে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের (নতুন) ফৌজদারি কার্যবিধি প্রবর্তনের জন্য ৭-১১-১৯৭০ তারিখের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে উল্লিখিত গ্রহণের জন্য মৌলিক বিবেচনাগুলি ছিলঃ

"৩. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়গুলি মাথায় রেখে কমিশনের সুপারিশগুলি সরকার যত্ন সহকারে পরীক্ষা করেছিল-

(i) একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের স্বীকৃত নীতি অনুসারে সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত;

(ii) তদন্ত এবং বিচারে বিলম্ব এড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত যা কেবল জড়িত ব্যক্তিদের জন্যই নয়, সমাজের জন্যও ক্ষতিকারক; এবং

(iii) পদ্ধতিটি জটিল হওয়া উচিত নয় এবং যতটা সম্ভব, সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশের জন্য ন্যায্য চুক্তি নিশ্চিত করা উচিত।

তদন্তের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং ফৌজদারি আদালতের কাজের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য মহল থেকে প্রাপ্ত/উপযুক্ত পরামর্শগুলি বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্য এই অনুষ্ঠানের সুবিধা নেওয়া হয়েছে।

১৫. আইন কমিশন তার ৪১ শতাংশ প্রতিবেদনের ৩৩৯ অনুচ্ছেদে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, সন্দেহজনক আইনি বৈধতা বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি প্রাথমিক বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করত এবং ম্যাজিস্ট্রেট, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩৪৪ ধারার অধীনে কাজ করার উদ্দেশ্যে কার্যধারা স্থগিত করে অভিযুক্তকে হেফাজতে পাঠাতেন। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে ধারা ১৬৭-এর অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সময়ের বাইরে এই ধরনের রিমান্ড গুরুতর অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাই রিমান্ড পাওয়ার জন্য পুলিশের ক্ষমতার উপর কিছু সময়সীমা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল এবং তাই তদন্ত শেষ করার জন্য সর্বোচ্চ সময়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। নতুন কোড প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

১৬. কোডের ধারা ১৬৭ আইন প্রণয়নের পিছনে যে চিঠি এবং আত্মা রয়েছে তা এইভাবে বাধ্যতামূলক করে যে তদন্তটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা উচিত। আদর্শভাবে, কোডের বিধান অনুসারে তদন্তটি প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শেষ করা উচিত। আরও ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (১) এর পরিপ্রেক্ষিতে, যদি "৫৭ ধারা দ্বারা নির্ধারিত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষ করা যায় না বলে মনে হয়" তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে মামলা সম্পর্কিত ডায়েরিতে এন্ট্রিগুলি প্রেরণ করতে হবে এবং একই সাথে অভিযুক্তকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করতে হবে। এরপরে, অভিযুক্তকে হেফাজতে পাঠানো হবে কি না তা ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবেচনা করতে হবে। উপ-ধারা (২) তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কিছু সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে এবং বিধানে বলা হয়েছে যে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে ৯০ বা ৬০ দিনের বেশি সময় ধরে হেফাজতে রাখার অনুমোদন দিতে পারবেন না। আরও বলা হয়েছে যে, ৯০ এবং ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পাবেন, যদি তিনি জামিন দিতে প্রস্তুত হন।

১৭. এই বিধানের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে; তদন্ত সম্পর্কিত উপাদানের ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থানে থাকতে হবে। সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে তদন্তের পর্যায়টি ৯০ বা ৬০ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, এবং তারপরে অভিযুক্তের হেফাজত সম্পর্কিত বিষয়টি r

তদন্তের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকাবিলা করা উচিত। স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয় এবং বিষয়গুলি এবং কোনও অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখা উচিত কিনা তা অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, পুলিশ দ্বারা নয়। এই ধরনের ব্যক্তির আরও হেফাজত কেবল সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয় যে তিনি কোনও অপরাধ করেছেন বা সেই বিষয়ের জন্য, মুলতুবি তদন্তের সুবিধার্থে।

১৮. বর্তমান মামলায় ৯০ দিনের মতো, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আইনের ১৭৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও কাগজপত্র বা চার্জশিট ছিল না যাতে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা যায় যে অভিযুক্তকে যোগ্যতার ভিত্তিতে আরও হেফাজতে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল কিনা। যদিও ১৭৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিটটি ০৫.০৭.২০১৮-এ দাখিল করা হয়েছিল, এই ধরনের ফাইলিং ০৩.০৭.২০১৮-এ হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, কাগজপত্রগুলি তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত পাবলিক প্রসিকিউটর হাইকোর্টকে ০৩.০৭.২০১৮-এ অবহিত করলে আরও ভাল হত যে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। তিনি আরও বলতে পারতেন যে, তদন্ত সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হোক এবং তারপর ঊর্ধ্বতন গেজেটেড আধিকারিকের দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, কোডের ১৭৩ (৮) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না। এটি একটি আদর্শ পরিস্থিতি হত। তবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার প্রকৃত প্রভাব আমাদের বিবেচনা করতে হবে। বিষয়টির বাস্তবতা হল যে, কোডের ১৬৭ ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়ের ৯০ দিন পূর্ণ হওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তদন্তের কোনও কাগজপত্র ছিল না। অভিযুক্তদের আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাদের হেফাজতের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হয়েছিল এবং এই ধরনের বিবেচনার কারণে তাদের কেবল হেফাজতে পাঠানো যেত না। আমাদের বিবেচনাধীন দৃষ্টিতে জনাব দাভে, বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়া আবেদনটি গ্রহণ করতে হবে। আমরা এখন সহায়ক বিষয়টির দিকে ফিরেছি, অর্থাৎ, হাইকোর্ট এই সময়সীমা বাড়াতে পারত কিনা। কোডের বিধানগুলি কাউকে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষমতা দেয় না বা এমন কোনও ঘটনা স্বীকার করে না। সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৫ এবং মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৯-এর মতো আইন রয়েছে যা স্পষ্টভাবে সময়সীমা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করে এবং সেই পরিমাণে সেই আইনগুলি ১৬৭ ধারা সহ কোডের বিধানগুলিকে সংশোধন করেছে। আদালতকে মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদানকারী অনুরূপ কোনও বিধানের অভাবে, কোনও আদালত সরাসরি

অথবা পরোক্ষভাবে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করে। যে কোনও ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট তার ১ নম্বর তারিখের আদেশে যা নথিভুক্ত করেছে তা হল গেজেটেড পুলিশ অফিসারের দ্বারা দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করা হবে। আদেশটি ইঙ্গিত করে না যে ১ নম্বরটি হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছিল যে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। শুধুমাত্র জনসাধারণের জমা দেওয়ার রেকর্ডিং। প্রসিকিউটরকে মেয়াদ বাড়ানোর আদেশ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে না। আমরা এইভাবে রাষ্ট্রের বিদ্বান পরামর্শদাতা এবং অভিযোগকারীর দ্বারা উত্থাপিত জমা দেওয়া বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনা করি।

আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিযুক্তরা জামিনের সুবিধাগুলিতে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং একটি যথাযথ আবেদন দায়ের করে, তাদের পক্ষে একটি অদম্য অধিকার অর্জিত হয়েছিল।

১৯. এই পর্যায়ে আমাদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে। রাকেশ কুমার পল (উপরে)-এ, তাঁর উপসংহারে, মদন বি লোকুর, জে। অনুচ্ছেদ ৪৯-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

> "৪৯, আবেদনকারীকে তথ্যের ভিত্তিতে এবং এই মামলার পরিস্থিতিতে "ডিফল্ট জামিন" মঞ্জুর করার অধিকারী বলে মনে করা হয়। বিচারিক বিচারপতির উচিত আবেদনকারীকে "ডিফল্ট জামিনে" মুক্তি দেওয়া, যা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। তবে, আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে এটি বিষয় অভিযোগের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তার করতে বাধা দেয় না বা অন্যথায় বাধা দেয় না এবং গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারের পরে, আবেদনকারী নিয়মিত জামিন মঞ্জুরের জন্য জে-এর কাছে আবেদন করার অধিকারী, যা আবেদনটি তার নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। আমরা এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে এটি অন্য কোনও ক্ষেত্রে আবেদনকারীর গ্রেপ্তারের উপর প্রভাব ফেলবে না।

তাঁর সম্মতিসূচক রায়ে, বিচারপতি দীপক গুপ্ত তাঁর রায়ের ৪৯ থেকে ৫১ অনুচ্ছেদে মদন বি লোকুর, বিচারপতি দ্বারা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশের সাথে একমত হন। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, এটি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারকে নিষিদ্ধ বা অন্যথায় বাধা দেবে না এবং গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারের পরে অভিযুক্তরা নিয়মিত জামিন মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করার অধিকারী হবে যা আবেদনটি তার নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

২০. অতএব, আমরা এই আবেদন মঞ্জুর করি এবং নির্দেশ দিই যে, আবেদনকারীরা - এর ১৬৭ (২) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জামিনে ভর্তির অধিকারী

মাননীয়া দীপক গুপ্তের রায়ের কোড ১০ অনুচ্ছেদ ৮৬

বিচার আদালত উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে এমন শর্তে। এই রায়ের অনুলিপি পাওয়ার পর বিষয়টি অবিলম্বে বিচার আদালতে পেশ করা হবে। আমরা আরও যোগ করি যে, রাকেশ কুমার পলের (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারীদের গ্রেপ্তার বা পুনরায় গ্রেপ্তারের জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না এবং এমন পরিস্থিতিতে, আপিলকারীরা নিয়মিত জামিন মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার অধিকারী হবেন।

২১. এইভাবে আপিল অনুমোদিত।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu